তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৫

**মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম সমন্বয় পরিষদ গঠিত**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, প্রজন্ম নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও প্রজন্ম সমন্বয় পরিষদ গঠিত হয়। সভায় সন্তানদের অভিভাবক হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে আহ্বায়ক করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান, এমপিকে এবং প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হককে।

সভায় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ও ফেসবুকের মাধ্যমে যেভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে তাতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কোটা সংস্কারের আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা দেশব্যাপী সন্ত্রাস, পুলিশ, শ্রমিক ও সাধারণ জনগণকে হত্যা করছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, মেট্রোরেল, পুলিশ বক্স, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ও আওয়ামী লীগ অফিস ধ্বংস করেছে। সভায় এসব নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান, এমপি।

এছাড়াও সভায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) হেলাল মোর্শেদ খান, বীর বিক্রম, বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ওসমান আলী, শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা এমদাদ হোসেন মতিন, সাংগঠনিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবিএম সুলতান আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকুর রহমান শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদুজ্জামান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

#

এনায়েত/রানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৪

সাম্প্রতিক সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে শোক পালিত

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

কোটা-বিরোধী আন্দোলনের নামে সংঘটিত সহিংসতা, নাশকতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে শোক পালন করা হয়। শোক পালনের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কালোব্যাজ ধারণ করেন।

এছাড়া নিহতদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে দুপুরে মন্ত্রণালয়ের মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সকলে এতে অংশগ্রহণ করেন।

#

মাসুম বিল্লাহ/রানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩

**প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি পর্যায়ে মাছের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে**

**--- মৎস্য ও প্রাণি সম্পাদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

২০৪১ সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮৫ লাখ মেট্রিক টন অর্জন করতে খামার যান্ত্রিকীকরণের পাশাপাশি অত্যাধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় মৎস্যচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রতিটি পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান।

আজ মৎস্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে ‘ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি বছরের মতো জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৪ উদ্যাপিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৩১ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, ২০২৪-এর উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে মৎস্যখাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৪ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ৬টি স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য ও ৮টি ব্রোঞ্জ পদক। এদিন বেলা ১২টায় প্রধানমন্ত্রী গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করবেন।

আব্দুর রহমান বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মৎস্য অভয়াশ্রম ও সংরক্ষিত এলাকা স্থাপন, ইলিশ সংরক্ষণ, সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বিকাশে সামুদ্রিক মাছের মজুত নিরূপণ ও স্থায়িত্বশীল আহরণ, মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ-সহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মন্ত্রী বলেন, নদীনালা, খাল, বিলে পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য হ্যাচারি আধুনিকায়ন,খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বাড়ানো হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ চীনকে টপকিয়ে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে মাছ উৎপাদনে আমরা প্রথম হতে চাই। এ লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। সামুদ্রিক মাছের অবস্থান, গতিবিধি, মজুদ নিরূপণ ও আহরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার আধুনিক ট্রলার আনার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তা পাওয়া গেলে তাকে স্বাগত জানানো হবে এবং এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে জানান মন্ত্রী। সামুদ্রিক মাছের আহরণ, বিপণন ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতে পারলে মৎস্য খাত বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে মন্ত্রী এ সময় মন্তব্য করেন।

সরকার মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে তাদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত নিবন্ধিত প্রায় ১৮ লাখ ১০ হাজার জেলের মধ্যে ১৫ লাখ ৮০ হাজার জেলেকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মোঃ আলমগীর এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাজমুল/রানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০০০ঘণ্টা

Handout Number: 312

**Tree cutting should be avoided in the implementation of development projects   
 --- Environment Minister**

Dhaka, 30 July:

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said that the implementation of the government's development projects should avoid killing trees as much as possible.  During the implementation of the project, more trees should be planted if there is scope.  He said that the project directors who have successfully implemented the development project of the Ministry of Environment will be given recognition to the qualified officials considering their efficiency and success in performance.

The Minister of Environment said these things in the chief guest's speech at the review meeting of the implementation progress of the projects included in the ADP for the fiscal year 2024-25 of the Ministry till June in the meeting room of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on Tuesday afternoon.

The Environment Minister said that the Ministry's development projects should be implemented on time and properly to improve the quality of the country's environment.  Work should be done accordingly at the beginning of the financial year. The success rate in project implementation should be gradually increased. The Minister discussed the current status, achievements and challenges of the projects and urged all concerned to play a more responsible and effective role.

Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Dr. Farhina Ahmed presided over the meeting whereas Additional Secretary Iqbal Abdullah Harun, Md. Mosharraf Hossain and Dr. Fahmida Khanom; Director General of the Department of Environment Dr. Abdul Hamid and Chief Conservator of Forests Md. Amir Hossain Chowdhury along with senior officials of the Ministry, project directors and other concerned were present.

The Officials discussed various aspects of project implementation and presented progress reports.

#

Dipankar/Rana/Rafiqul/Joynul/2024/1910 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১১

**উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৃক্ষ নিধন পরিহার করতে হবে**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাসম্ভব বৃক্ষ নিধন পরিহার করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থান থাকলে অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তিনি বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নকারী প্রকল্প পরিচালকদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সফলতা বিবেচনা করে যোগ্য কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের পরিবেশের মানোন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থবছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা করে সে মোতাবেক কাজ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। মন্ত্রী প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা, অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, মো. মোশাররফ হোসেন ও ড. ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী-সহ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মকর্তাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

#

দীপংকর/রানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৪/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১০

**জামায়াতকে নিষিদ্ধ করলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হবে**

**--আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করা হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও রাজনীতির উন্নতি হবে।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন আইনমন্ত্রী।

কোন প্রক্রিয়ায় জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করা হবে, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের আজকের বক্তব্যের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আগামীকালের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

আনিসুল হক বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কোন আইনি প্রক্রিয়ায় এটা হবে। সেটা যখন আমরা সিদ্ধান্ত নেবো, তখন বলবো। এর মানে কালকের মধ্যেই কি এই সিদ্ধান্ত হবে, এ বিষয়ে তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ।

আন্দোলন চলমান রয়েছে, এর মধ্যে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করে পরবর্তী সময় সরকার আবার ঝামেলায় পড়বে কি না; এ বিষয়ে আনিসুল হক বলেন, এই যে নৃশংসতা, যেটি গত ১৬ জুলাই থেকে চালানো হয়েছে। কোটাবিরোধী আন্দোলনের নামে যে সহিংসতা চালানো হয়েছে, যারা কোটাবিরোধী আন্দোলন করছেন তারা কিন্তু জানিয়েছেন এই সহিংসতার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে তথ্য-উপাত্ত আছে, জামায়াত-বিএনপি ও ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্রদলের যারা জঙ্গি তারাই এটা করেছে।

‌‘কোনো দলকে যদি নিষিদ্ধ করা হয়, তখন সেটি নির্বাহী আদেশেই হয়। সেটি কোনো বিচার বিভাগীয় আদেশে হয় না’ বলেন আনিসুল হক।

#

রেজাউল/রানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৯

**৩১ জুলাই ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের ১১৬ তম ‘ড্র’**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ১১৬ তম ‘ড্র’ আগামীকাল ৩১ জুলাই বুধবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

সিঙ্গেল কমন ‘ড্র’ পদ্ধতিতে প্রাইজবন্ডের ‘ড্র’ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাইজবন্ডের প্রতি সিরিজে প্রতি ‘ড্র’ তে ৬ লাখ টাকার একটি ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি, এক লাখ টাকার ২টি, ৫০ হাজার টাকার ২টি, ১০ হাজার টাকার ৪০টি-সহ মোট ৪৬টি পুরস্কার রয়েছে।

১ আগস্ট জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ‘ড্র’ এর ফলাফল প্রকাশিত হবে।

#

শহিদুল/রানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮

**আমাদের সক্ষমতা হয়েছে, এখন মানবকাঠামো তৈরি করতে হবে**

**--নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আমাদের সক্ষমতা হয়েছে, এখন মানবকাঠামো তৈরি করতে হবে। তাহলে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। তিনি বলেন, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার বিষয়ে বলেন, আপনাদের দাবির বিষয়ে বিভিন্ন মহলে কথা বলব। প্রতিটি জিনিস শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসব। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, তারপরেও নিয়মের মধ্যে আসতে হবে। সে মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা দাবি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুধু নৌ সেক্টর নয় সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। নৌ সেক্টরের সার্বিক ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের জন্য সরকার কাজ করছে। আমাদের সক্ষমতা ও সম্পদ বাড়ছে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হচ্ছে, নতুন ‘পায়রা বন্দর’ নির্মাণ করা হয়েছে। মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ হচ্ছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থায় ‘সি’ ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়ে সম্মানিত হয়েছে। নতুন নতুন পর্যটকবাহী ক্রুজ জাহাজ আসছে। বিআইডব্লিউটিএ’র বিভিন্ন সেবার পেমেন্ট অনলাইনে নেয়া হচ্ছে, আরো নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ফ্রান্সে অলিম্পিক গেমসে মার্চপাস্টে নদীতে জাহাজের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের সরকারের ধারাবহিকতা থাকলে বাংলাদেশেও বুড়িগঙ্গায় এ ধরনের জাহাজ চলবে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। দারিদ্র্যতাকে জয় করেছি। সক্ষমতা ও মর্যাদার জায়গায় পৌঁছেছি। পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল আমাদেরকে মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছে। সেটি অনেকের পছন্দ না। সেজন্য তারা তিনদিন দেশে তান্ডব চালিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা কন্টেন্ট তৈরি করে বিতর্কিত করা হচ্ছে। কারণ তাদের ধারণা প্রধানমন্ত্রীকে নামিয়ে দিতে পারলে বাংলাদেশকে নামিয়ে দেয়া যাবে। দেশে একটি ভিন্ন অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্ররা  বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করে। দেশের স্বাধীনতায় ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্রদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা আছে। ছাত্ররা নিরাপদ সড়ক এর জন্য আন্দোলন করেছে। সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এর সুন্দর সমাপ্ত করেছে। ২০১৮ সালে কোটা আন্দোলন সমাধান হয়েছে।

নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার ও কোটা আন্দোলনকারী ছাত্রদের সমঝোতা চলছে, স্বস্থির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, ঠিক সে সময়ে আন্দোলনকে ডাইভার্ট করা হলো। দেশে অরাজক পরিস্থিতির চেষ্টা করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা হয়েছে। ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। ছাত্র, অভিভাবক, পথচারী কেউ বাদ যায়নি। প্রতিমন্ত্রী নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েল, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এবিএম সফিউল আলম বুলু, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বেপারী ও সহসভাপতি মাহবুব হোসেন।

#

জাহাঙ্গীর/রানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৭

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি বাস্তবায়ন ১০৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ

**নিজস্ব যোগাযোগ অবকাঠামো দ্রুত নির্মাণ করতে হবে**

**--- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। আধুনিকায়নের পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি ও ফিজিক্যাল নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ভার্চুয়ালি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের অব্যাহত উন্নয়নের ফলে জ্বালানির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় উৎস হতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। এখন সমন্বয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। ১০০ কূপ খননের কর্মপরিকল্পনা দ্রুত গ্রহণ ও টাইম লাইন নির্ধারণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য, জুন ২০২৪ পর্যন্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আরএডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ১০৭ দশমিক ৮৯ ভাগ। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ৪৬টি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৩৮৮০ দশমিক ৯৯ কোটি টাকা, ব্যয় করা হয়েছে ৪১৮৭ দশমিক ২৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ বাস্তবায়ন করা হয়েছে ১০৭ দশমিক ৮৯ ভাগ।

প্রতিমন্ত্রী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে শতভাগ এডিপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। প্রয়োজনে প্যারালাললি অনেকগুলো কাজ একত্রে করলে দ্রুততার সাথে সাফল্য পাওয়া যাবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোঃ নূরুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মাঝে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ আমিন উল আহসান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা ও কোম্পানির প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/রানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ সময় ১৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৮ হাজার ৯৬৭ জন।

#

দাউদ/রানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৫

**বুধবার হতে সকল অফিস স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী চলবে**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

আগামীকাল ৩১ জুলাই ২০২৪, বুধবার হতে সকল অফিস স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী চলবে।

আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

 #

শিবলী/রানা/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৫২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ৩০৪

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৩১ জুলাই ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা ও মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবারের প্রতিপাদ্য- ‘ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অন্যতম অংশীদার হিসেবে মৎস্যখাতকে চিহ্নিত করেছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকারের মৎস্যবান্ধব নীতি, মৎস্যখাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। চাষি পর্যায়ে লাগসই ও জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ রক্ষায় আইন বাস্তবায়ন এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৯ দশমিক ১৫ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (২৩ দশমিক ২৯ লাখ মেট্রিক টন) দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ ২য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনেও বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে গত ৫ বছর বিশ্বে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। এছাড়াও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম এবং সামুদ্রিক মাছ আহরণে ১৪তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ এবং এশিয়ায় ৩য়।

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৪, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ এ বর্ণিত মৎস্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও স্মার্ট মৎস্যখাত বিনির্মাণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রবিরোধ নিষ্পত্তির ফলে অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বিশেষত সু্নীল অর্থনীতি একটি অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশে আমরা সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০; সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করেছি। এছাড়াও সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ মাত্রা নির্ধারণপূর্বক সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের সরকার বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারে নিরাপদ ও মানসম্মত মৎস্যপণ্য নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭১ হাজার ৪৭৭ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।

আমি আশা করি, মৎস্যখাতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নয়নকে সমুন্নত রেখে আমাদের সরকারের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন।

আমি ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/ফাতেমা/সুবর্ণা/সাজ্জাদ/কলি/মাসুম/২০২৪/১০৩০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৩

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ৩১ জুলাই ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা, মৎস্য গবেষক ও বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অন্যতম অনুষঙ্গ মাছ বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, সুস্থ ও মেধাবী মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মৎস্য খাত জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মৎস্যখাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ খাতের উন্নয়নে নানাবিধ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং সময়োপযোগী উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে দেশ এখন মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মৎস্য খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও টেকসই সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ, বিল নার্সারি স্থাপন, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নসহ জলজ দূষণ রোধকল্পে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মৎস্যচাষে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মৎস্যচাষিদের লাগসই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারের উৎপাদনশীলতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। এছাড়া সুনীল অর্থনীতির অবারিত সুযোগকে কাজে লাগাতে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চলে নিয়মিত মৎস্যের মজুদ নিরূপণ, যথাযথ সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মৎস্যখাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ‘ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ যথোপযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/সাজ্জাদ/কলি/মাসুম/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ